136

দৈনিক সংবাদ

14 SEP 1996

# প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

সৈয়দ আলী কবীর

**আমাদের উপমহাদেশে শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের কেরালা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছে। আমি মনে করি যে তারা এই ব্যাপারে কি অবদান রেখেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের শিক্ষাবিদরা শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কেরালায় যেতে পারেন এবং শ্রীলঙ্কা ও কেরালা থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে পারেন।**

বিগত ৬ই আগস্ট থেকে ১০ই আগস্ট অবধি ব্র্যাকের আয়োজনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তার ভাষণের মাধ্যমে জাতিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বলতেন 'শিক্ষাই হবে আমাদের জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার'।

এই কথাগুলোর আশ্চর্য প্রতিধ্বনি পাওয়া গিয়েছিল এক সপ্তাহ পূর্বে আর একটি সেমিনারের উদ্বোধনী সভায়। সেমিনারের আয়োজক ছিল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ। সেখানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি একজন জাপানি মহিলা। তিনি তার ভাষণে বলেছিলেন যে, একশত বছর পূর্বে জাপান যখন উন্নয়নের পথে পা বাড়ালো, তখন তারা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। এই সেমিনারের উদ্বোধন আমাদের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। নিশ্চয় জাপানি মহিলার কথাগুলোর মধ্যে তিনি তার পিতার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।

ব্র্যাক আয়োজিত প্রাথমিক, শিক্ষা সম্মেলনে একটা কথা বারবার উঠে এসেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের Vision-এর অঙ্গ। আমি আমার এই লেখায় কথাটাকে স্বপ্ন বলে অভিহিত করবো। প্রশ্ন হলো যে, কেন প্রাথমিক শিক্ষা Vision-এর অঙ্গ হয়ে উঠলো। এই বিষয়টা একটা ব্যাখ্যার দাবি করে এবং সেই ব্যাপারটা অত্যন্ত মৌলিক।

আমরা ১৯৭১ সালে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কারণ আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্নের লক্ষ্য ছিল নিজেদের মুক্তিকামী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, যার আপামর জনসাধারণের একটা কৌতূহলী মন থাকবে ও তারা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে আধুনিক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে তারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সহযোগিতামূলক আদর্শ ধরে রাখবে।

এই সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটা শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। এইখানে একটা প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য আসে। 'এই শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক অঙ্গ হলো আবশ্যকীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় স্বপ্নের মৌলিক উপাদান হয়ে ওঠে।

শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিকতার কথা মনে রেখে আমাদের সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারার নিম্নে কথাগুলো বলা হয়েছে।

''রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণকরিবেন।''

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আওয়ামী লীগ সরকার একটি শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কুদরত-ই-খুদা। তারই নামে রিপোর্টটি কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্বনিবে।

যদিও প্রথাগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে পঞ্চম শ্রেণীতে, তবুও কমিশন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিল; কারণ একটা ন্যূনতম যোগ্য মানুষ তৈরির করার হেতু একটি ন্যূনতম শিক্ষা প্রয়োজন। তার জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। অতএব অবৈতনিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত না নিয়ে গেলে একটা জাতি শিক্ষাব্যবস্থার পুরো ফল লাভ করে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রসমূহ মাধ্যমিক পর্যায় অবধি শিক্ষাব্যবস্থাকে অবৈতনিক ও আবশ্যকীয় করেছে।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। তারপর প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বহু কথাবার্তা উঠেছে; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দানা বাঁধেনি। নিরক্ষরতার হার অতীতের তুলনায় বেশকিছু কমলেও শিক্ষিত জনসাধারণের প্রসার ঘটেনি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু এই পদক্ষেপের কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ না প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার শিক্ষার পথে যাত্রায় শক্তিশালী পদক্ষেপ রাখে। কেবল মানুষকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য এই আয়োজন যথেষ্ট নয়।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ে দানা বাঁধেনি, তাই দেশে NGO-দের মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তার সবচেয়ে শক্তিশালী ধারা ব্র্যাক আয়োজিত শিক্ষা।

এই শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে প্রাথমিক স্তর থেকে ঝরে যাওয়া শিশুদের জন্য। ব্র্যাক ছাড়াও আরো অনেক NGO উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চালু করেছে। তবে ব্র্যাকের ব্যবস্থাটা আজ অবধি সবচেয়েব্যাপক।

কিন্তু দেশের এনজিওসমূহ অত্যন্ত সচেতন যে তারা শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত; কারণ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সব শিশুকে ধরে রাখতে পারছে না। ফলে স্বপ্নভঙ্গের দেশে, এনজিওরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, শিশুদের মনে স্বপ্ন তৈরি করার জন্য, যাতে সাধারণ মানুষ আধুনিক জগতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়।

তবে আমাদের NGOরা অত্যন্ত সচেতন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করলে দেশে কোন শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। অবশ্য যতক্ষণ না সরকার এই কাজটা করতে পারে, ততক্ষণ দেশের NGO সমূহ নিরক্ষরতামুক্তির পথে একটা শক্তিশালী অবস্থান রাখতে পারে। বর্তমানে দেশের এনজিওসমূহ বিদেশী সাহায্যদাতাদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকারও এই সাহায্য দেশের এনজিওদের দিতে পারে। তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা দ্রুততর হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ততদিন প্রয়োজন হবে, যতদিন না দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হবে ও সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়বে না। আর কথাটার বাস্তবতা কেবল কাগজে-কলমে সত্যি হলে চলবে না, প্রকৃত জগতে তার প্রতিফলন হতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে। এসব প্রশ্ন চারটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ আলোচনা করেছে। তবে তার কতগুলো মৌলিক কথা এখানে উল্লেখ করবো। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে নানাভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তার মূল ধারা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু সেই মূল ধারার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবতেদায়ী শিক্ষাব্যবস্থা।

অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাথমিক স্তর থেকেই পুরোপুরি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মুক্তবাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বাজারে শিক্ষা নিতে হলে চড়া মূল্য দিতে হয়। যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে যতো বেশি স্বীকৃতি অর্জন করছে, তারা এই বাজারে ততোই চড়া মূল্য নেয়।

আমি অনুমান করি যে শিক্ষাব্যবস্থার এই চরিত্র দুর্নীতির জন্য যথেষ্ট দায়ী। কারণ আজকাল অনেকেই দুর্নীতিপরায়ণ হচ্ছে নিজেদের সন্তানদের ভালো শিক্ষা দেয়ার জন্য।

শিক্ষা সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন, তার অত্যন্ত সচেতন প্রাথমিক শিক্ষার আওতাধীন যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অপসারণ করা সম্ভব নয়। তবে সম্মেলনে একটা জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা Core Curriculam থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ন্যূনতম পাঠ্যসূচি থাকতে হবে, যা সবাই অনুসরণ করার ব্যাপারে বাধ্য থাকবে। নচেৎ একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছে আমাদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় কোন্ পর্যায় থেকে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া উচিত এই বিষয়ে শিক্ষা সম্মেলনে আশ্চর্য ঐকমত্য দেখা গেল। মতামত প্রকাশ করা হয়েছে যে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া উচিত ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর। বর্তমানে আমাদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয়।

দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পঠন ও লেখন এবং অংকের ওপর জোর দেয়া উচিত। এইটাই হলো প্রথাগত Three Rs অর্থাৎ Reading, Writing and Aritmetic। শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে তার বাইরে নিজেদের পরিবেশ ও ইতিহাস সম্বন্ধে শিশুদের জ্ঞান দেয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষা শিশুদের ব্যবহারকৃত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই দেয়া সম্ভব।

শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক অঙ্গ। এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তার কথা আমি পরে কোন সময় আলোচনা করবো। এই লেখার বাকি অংশে আমি গুটিকয়েক কথা বলবো যা ব্র্যাকের গবেষণা থেকে উঠে এসেছে। বক্তব্যগুলো রেখেছেন ব্র্যাকেরই একজন গবেষক। মাঠ পর্যায়ে অনেকেই বলাবলি করে যে ব্র্যাকের শিক্ষকরা মাত্র মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন পেয়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে শিক্ষা দেয়, তখন সন্তোষজনক বেতন পেয়ে কেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভাল শিক্ষা দিতে অপারগ হবেন। এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার ফলে সরকারি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা শিক্ষা দেবার ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। এইসব ছাত্রছাত্রীর পিতা-মাতারা সরকারি বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়ালেখার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেছে।

থানা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ তদারকি করেন। তারও ফলাফল শুভ হয়েছে। আর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রভাব বিদ্যালয়টির ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

থানা শিক্ষা অফিসারদেরও কিছু বক্তব্য আছে। তারা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অধিদপ্তরে উচ্চপদ পাবার অধিকার রাখেন না। ফলে সেখানে তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে না। তাদের আর একটা প্রশ্ন যে তাদের বিদেশী শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয় না। বিদেশী শিক্ষার জন্য তারাই যায় যারা Generalist। তারা একটা পর্যায়ে বদলি হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কাজে আসে না।

আমাদের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এখানে প্রচুর বুনো ঘাস আছে, কিন্তু দূর্বাঘাসের অভাব রয়েছে। এই ছবিটা শ্রীলঙ্কার একজন বিশেষজ্ঞের কথা থেকে বেরিয়ে এসেছে। অথচ আমাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচুর দূর্বাঘাস সরবরাহ করছে। তারা অল্প ব্যয়ে ভাল শিক্ষাদেয়।

আমার এই লেখার শেষ পর্যায়ে আমি একটা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখবো। আমাদের উপমহাদেশে শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের কেরালা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছে। আমি মনে করি যে তারা এই ব্যাপারে কি অবদান রেখেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের শিক্ষাবিদরা শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কেরালায় যেতে পারেন এবং শ্রীলঙ্কা ও কেরালা থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করতেপারেন।